সচেতনতামূলক

# কুরবানীর দিন

## নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

| | |
|---|---|
| English<br>ENG | عربي<br>AR |
| বাংলা<br>BEN | Bahasa Indonesia<br>IND |
| Français<br>FRA | Hausa<br>HAU |
| Türkçe<br>TUR | اُردُو<br>URD |
| Español<br>SPN | Русский язык<br>RUS |
| Bahasa Malaysia<br>MAY | සිංහල භාෂාව<br>SIN |
| አማርኛ<br>AMH | فارسی<br>PER |
| o'zbek<br>UZB | हिंदी<br>HIN |



# সূচিপত্র



তাকবীর দেয়া



পশু (হাদি) জবাই



হাদি কার ওপর আবশ্যক?



পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ



মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটা



চুল কাটার স্থান



স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে চুল কাটার পরামর্শ



ইহরাম থেকে হালাল হওয়া



হারামেযাওয়ারআগেগুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা



চলন্ত সিঁড়ি



তাওয়াফে ইফাজা



হজের সাঈ



তাওয়াফে ইফাজার পরে কার জন্য সাঈ আবশ্যক?



হারামে আগতদের জন্য সতর্কবার্তা



পরিচর্যা কেন্দ্র

পরামর্শ ও সতর্কতা



সাধারণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি

গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ

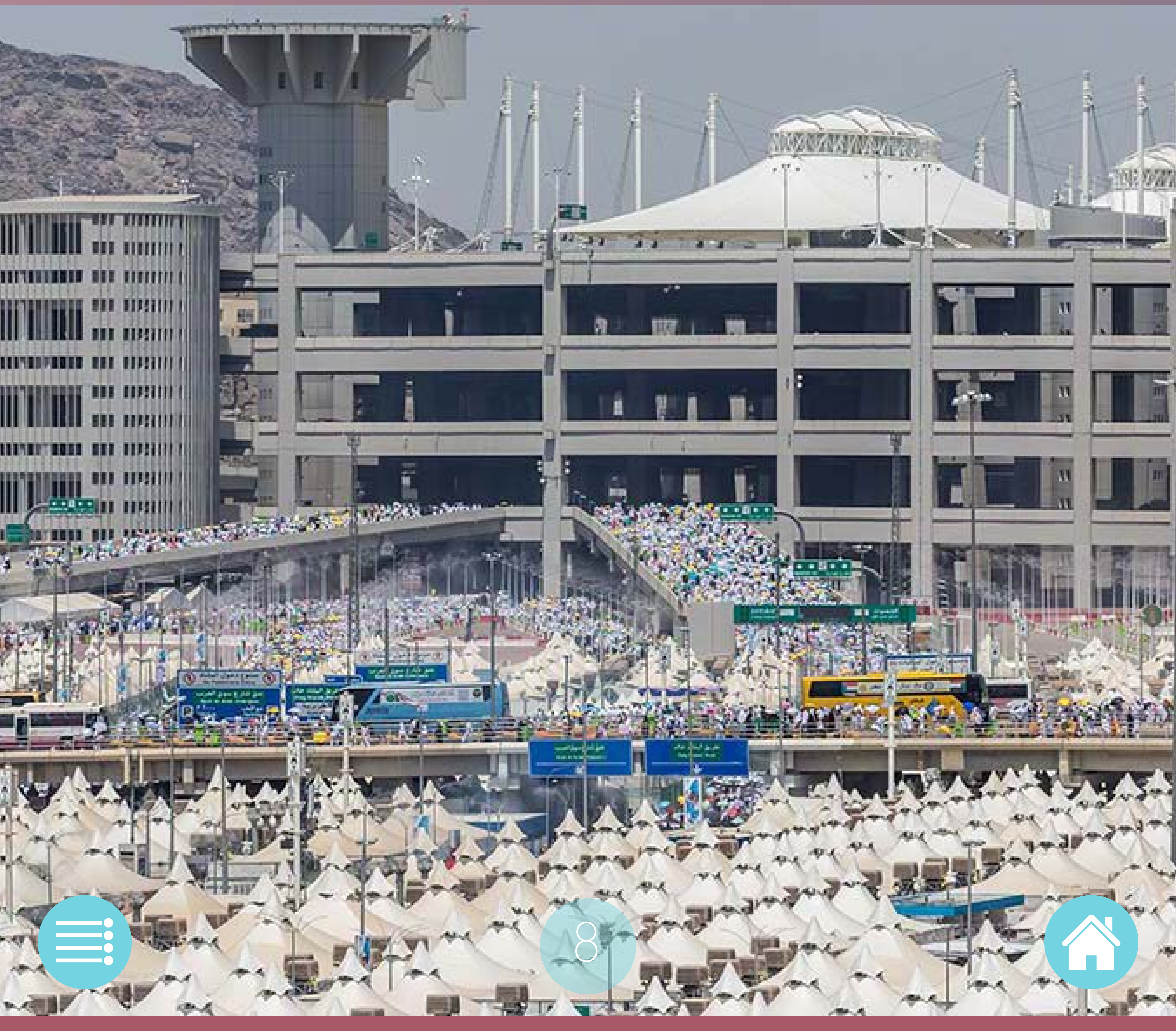


# কুরবানীর দিন

‘কুরবানীর দিন’ বা ঈদুল আজহা হলো যিলহজ মাসের দশ তারিখের দিন। এদিন হাজিরা হজের অধিকাংশ কাজগুলো করে থাকেন।

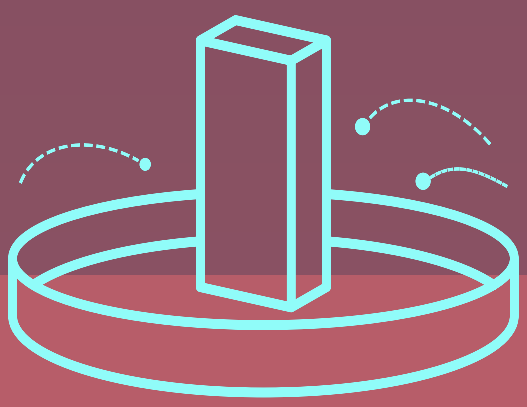
অসংখ্য আলিম এই দিনটিকে ‘বড় হজ্জের দিন’ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এর রাতে আরাফায় অবস্থান ও মুযদালিফায় যাওয়া হয়। এদিন হজের অবশিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ রোকন সম্পন্ন করা হয়।

বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাতে আপনি কুরবানীর দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হজ্জযাত্রার সকল তথ্য, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।

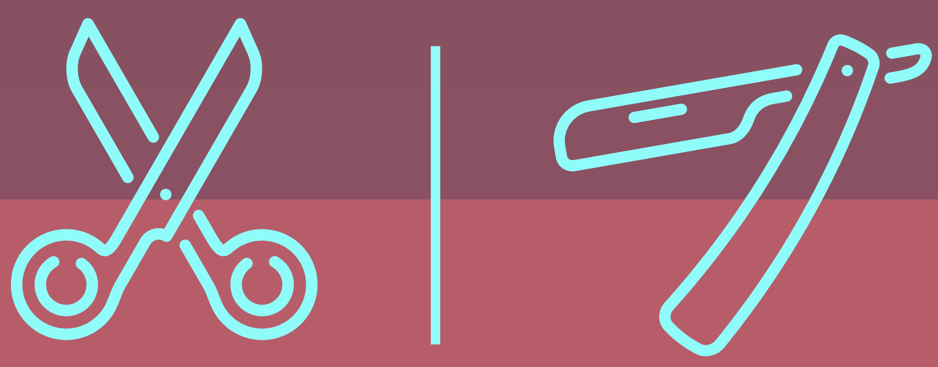


# কুরবানীর দিনের কাজসমূহ

কুরবানীর দিনে হাজীকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হয়:



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ।



মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল কাটা।



পশু জবাই।



হজের সাঈ।



তাওয়াফে ‘ইফাজা’।

# কুরবানীর দিনের কাজগুলো কি ধারাবাহিকভাবে হওয়া আবশ্যক?



### কুরবানীর দিনের কাজগুলো আগে-পরে করা:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজীর জন্য যেভাবে সহজ সেভাবে কুরবানীর দিনের কাজগুলো আগে-পরে করার অনুমতি দিয়েছেন।



যে ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে ওপরের কোনো কাজ আগে করার অনুমতি চেয়েছেন তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। 'তাঁর কাছে যেটাই আগে কিংবা পরে করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে তিনি বলেছেন, 'করো সমস্যা নেই'।

এক্ষেত্রে হাজীর কর্তব্য হলো, কাফেলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করা। এটা তার নিজের ও অন্যান্য হাজীর জন্য কল্যাণকর। পাশাপাশি আল্লাহপ্রদত্ত সুযোগ ও সহজকরণকে সানন্দে গ্রহণ।

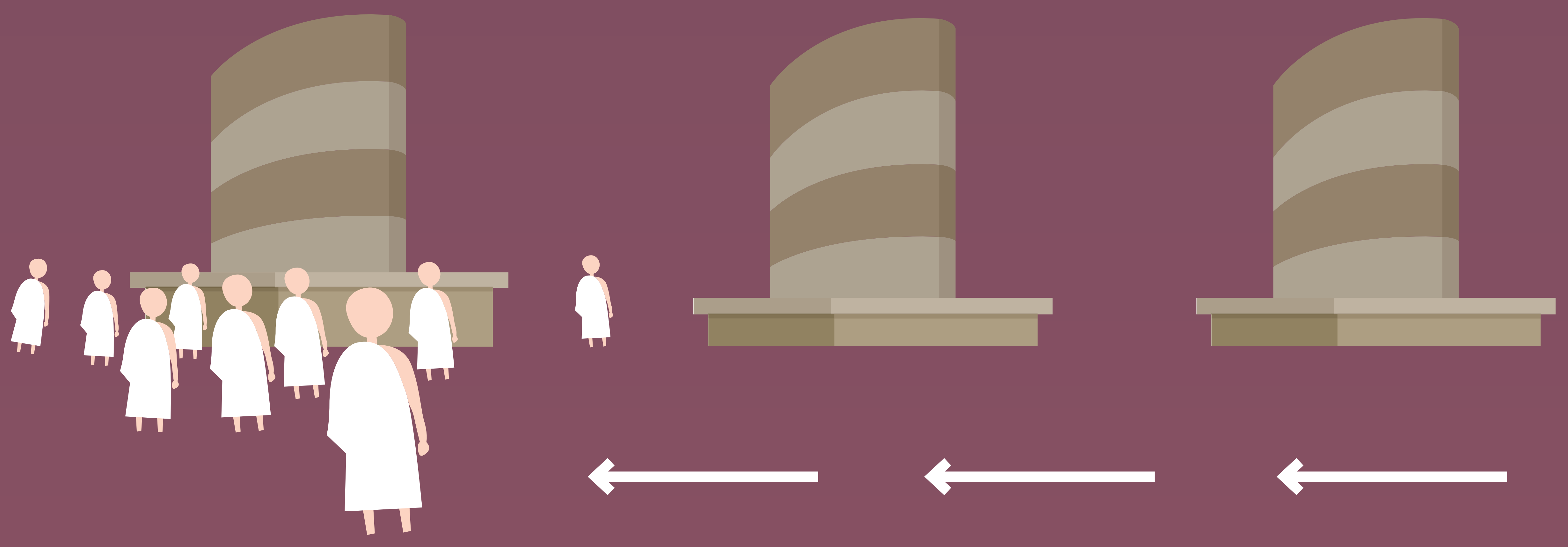


# জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ

মিনা ও মুযদালিফা থেকে (মক্কার দিকে) আসার পথে এটা তৃতীয় জামরা। এটা মক্কার সবচেয়ে কাছের জামরা।

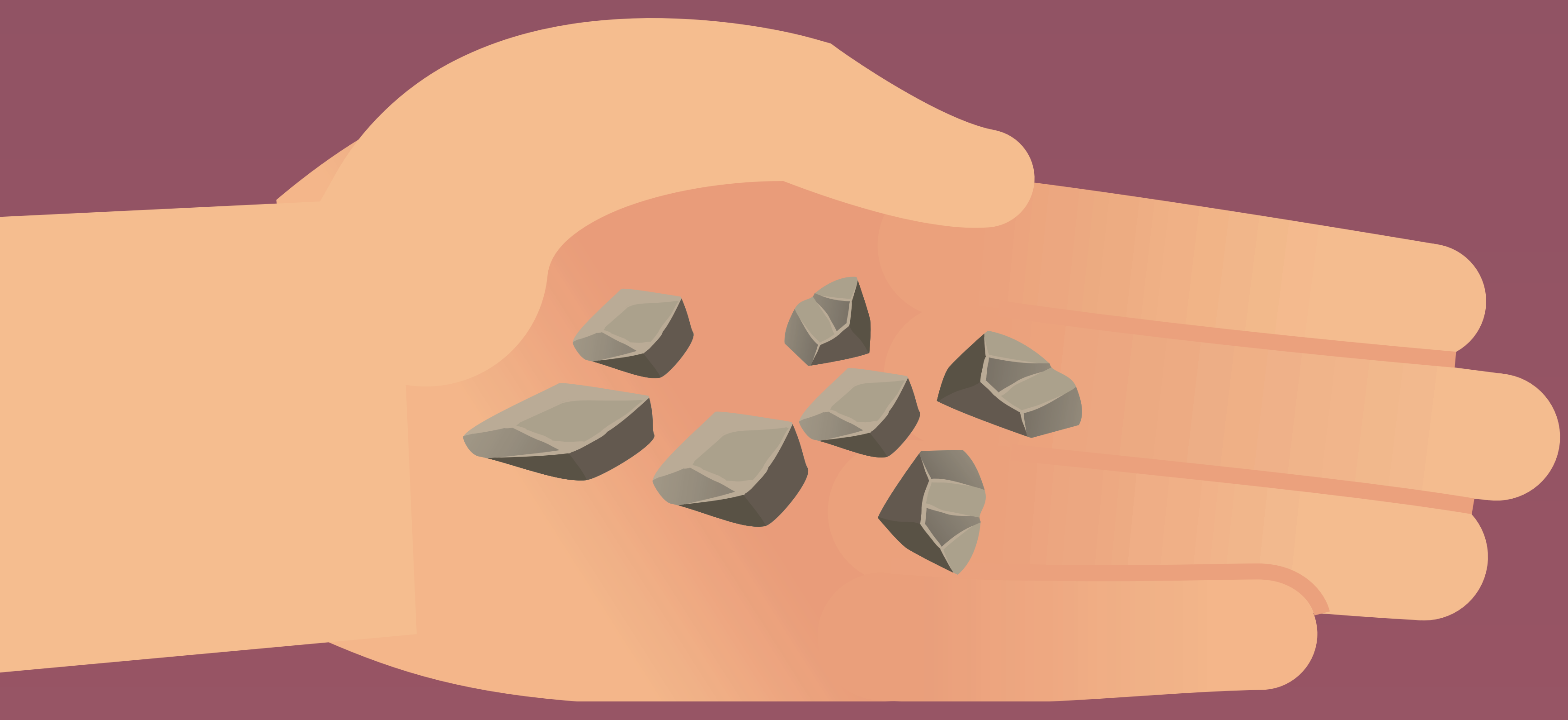
এটা জামরায়ে আকাবা ও জামরায়ে কুবরা (সর্ববৃহৎ) নামে পরিচিত।

# জামরায়ে আকাবা



এখানে হাজী সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। সেগুলো তিনি মুযদালিফা কিংবা পথের যে কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করবেন।

প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর দিবেন।






পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ‘জামারাত নির্দেশিকা’ ডাউনলোড করুন।

এখানে ক্লিক করুন



### পাথর নিক্ষেপের সময়:

মুযদালিফা থেকে বের হয়ে পাথর নিক্ষেপ করবেন।

### পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু:

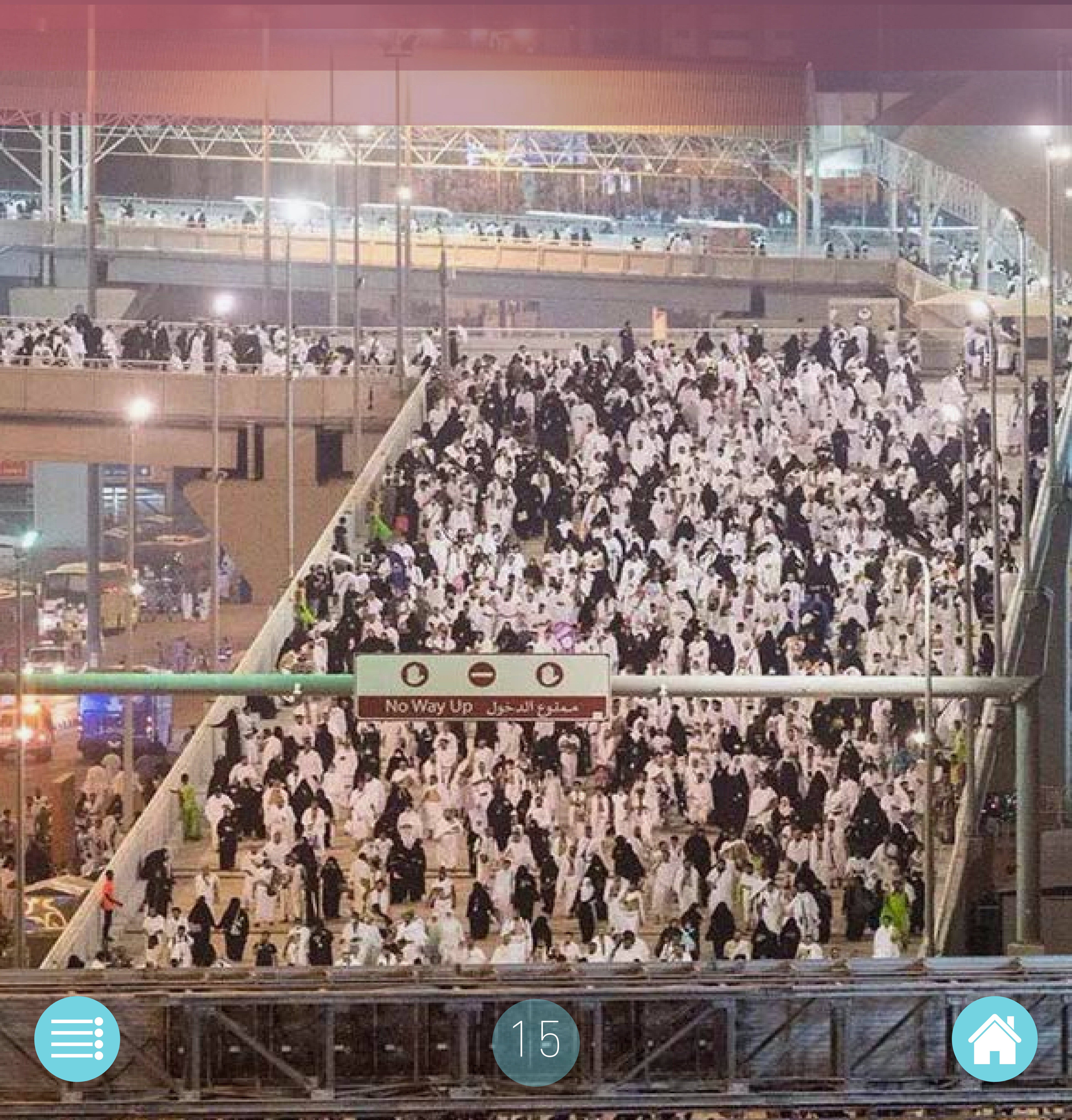
যদি কেউ মুযদালিফা থেকে আগে বের হয়ে যেতে চায় তবে তার জন্য মাঝরাত থেকেই পাথর নিক্ষেপের সুযোগ রয়েছে।

### পাথর নিক্ষেপের শেষ সময়:

ঈদের পুরো দিন ও রাত জুড়ে পাথর নিক্ষেপ করা যাবে। তবে এগারো তারিখের ফজরের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা উচিত নয়।

হাজীর কর্তব্য হলো নিজস্ব কাফেলার সময়-সূচি অনুসরণ করা। যাতে অন্য কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে গিয়ে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি না করেন।

হজে চলাচল করতে গিয়ে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। এসময়ে ধীর-স্থির থাকুন। আল্লাহর ঘরের অন্যান্য মেহমানদের প্রতি সদয় হোন।





# তাকবীর দেয়া

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তালবিয়া শেষ হবে। তখন থেকে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এবং সর্বদা তাকবীর পড়তে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি সম্মান, তাঁর জিকির ও তাঁর প্রশংসার বহিঃপ্রকাশ। তাকবীর হলো:

‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ’।

অথবা

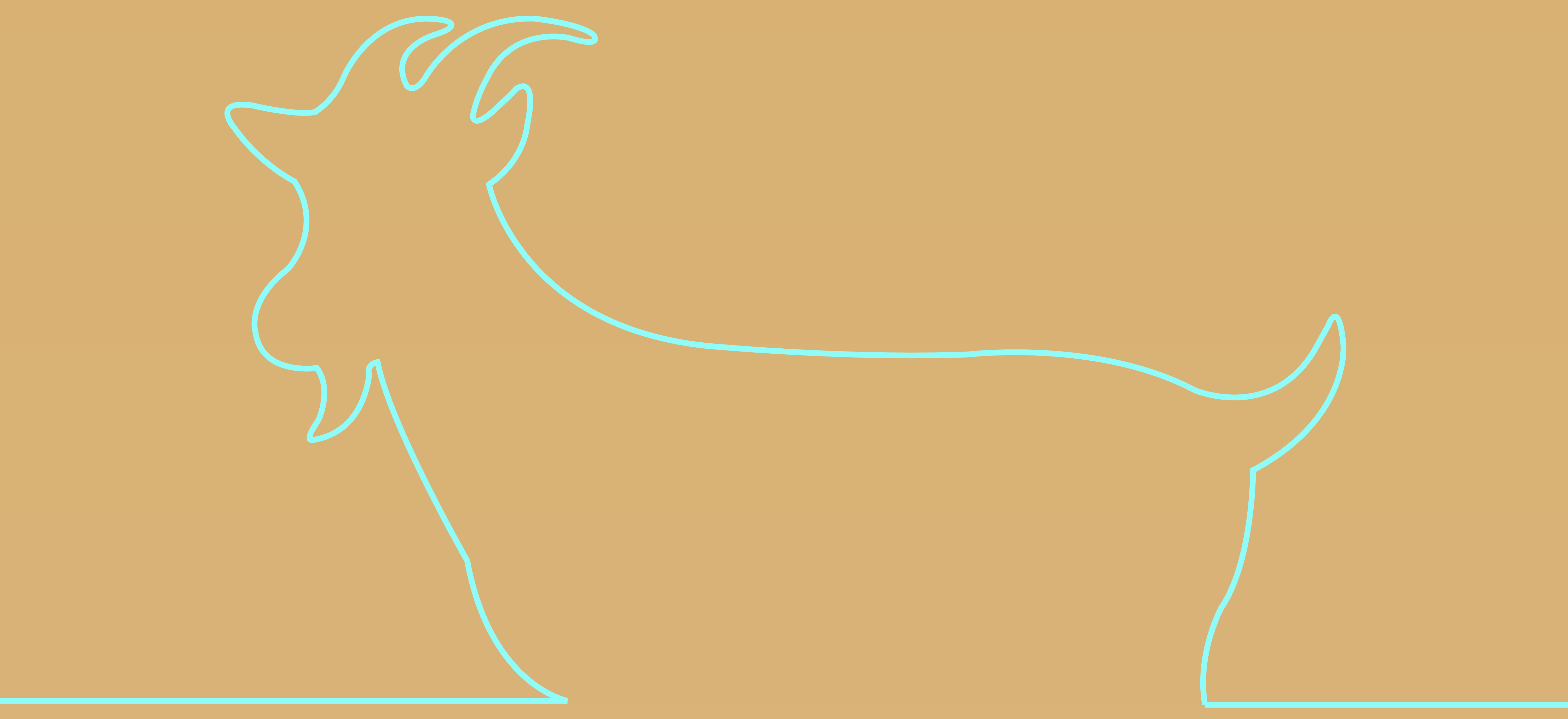
‘আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা’।



# পশু (হাদি) জবাই

যদি হাজীর ওপর হাদি তথা পশু জবাই আবশ্যক থাকে, তবে এই দিন পশু জবাই করতে হবে।

‘হাদি’ হলো হাজী কর্তৃক মিনা অথবা মক্কাতে (এক কথায় হারামের সীমারেখার মাঝে) আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশু। এটার মাংস হাজী নিজে খেতে পারবেন কিংবা সদকাও করতে পারবেন।



## হাদির রহস্য:

১. আল্লাহর নৈকট্য লাভ। তাঁর জন্য ভালোবাসা প্রকাশ।

২. দরিদ্র, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অনুগ্রহ।

৩. মক্কা মুকাররমা ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।



# হাদি কার ওপর আবশ্যক?

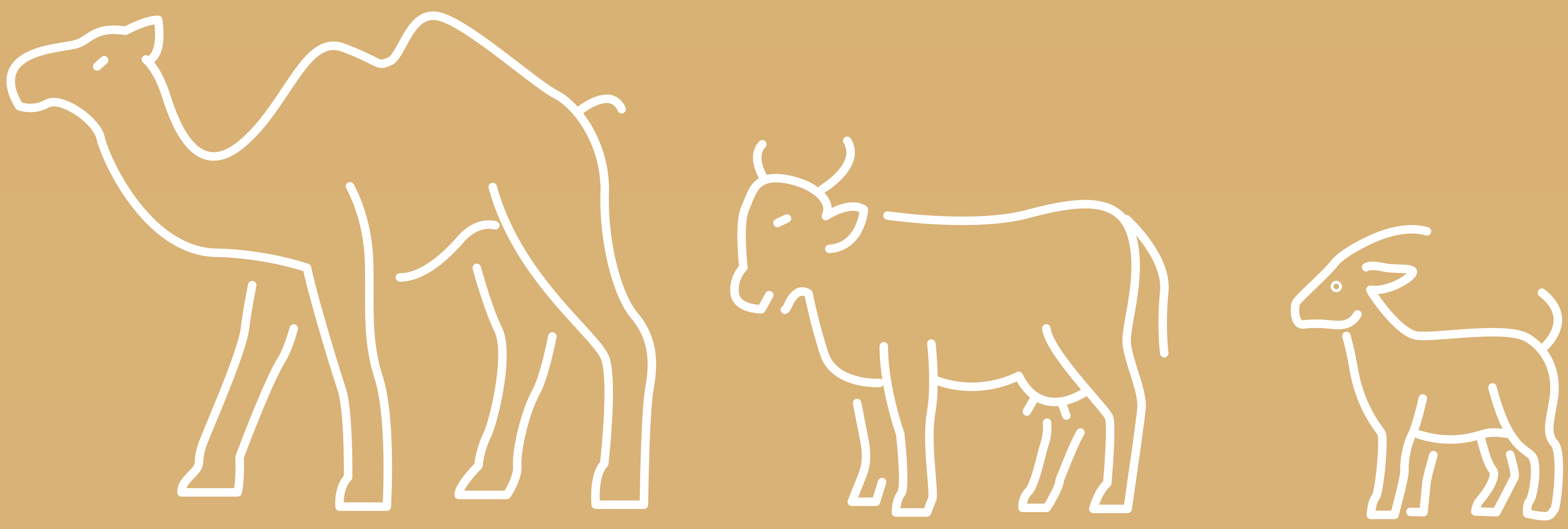
হাদি তথা কুরবানীর পশু দুই প্রকারের হাজীর ওপর আবশ্যক:

1. হজে ‘তামাত্তু’ সম্পন্নকারী। অর্থাৎ যিনি একই সফরে প্রথমে উমরা সম্পন্ন করবেন। অতঃপর উমরা থেকে হালাল হয়ে পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধবেন।

2. হজে‘ কেরান’ সম্পন্নকারী। অর্থাৎ যিনি একইসঙ্গে ওমরা ও হজ করবেন।

যে ব্যক্তি স্রেফ হজের ইহরাম বাঁধবেন এবং সঙ্গে কোনো উমরা করবেন না তার ওপর হাদি তথা পশু জবাই আবশ্যক নয়।

হাদি চতুষ্পদ জন্তু হতে হবে। যথা উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া ইত্যাদি।







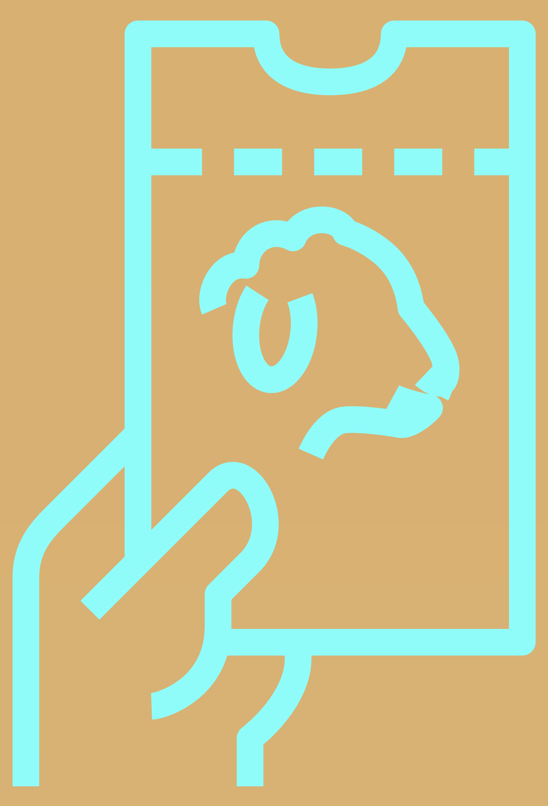
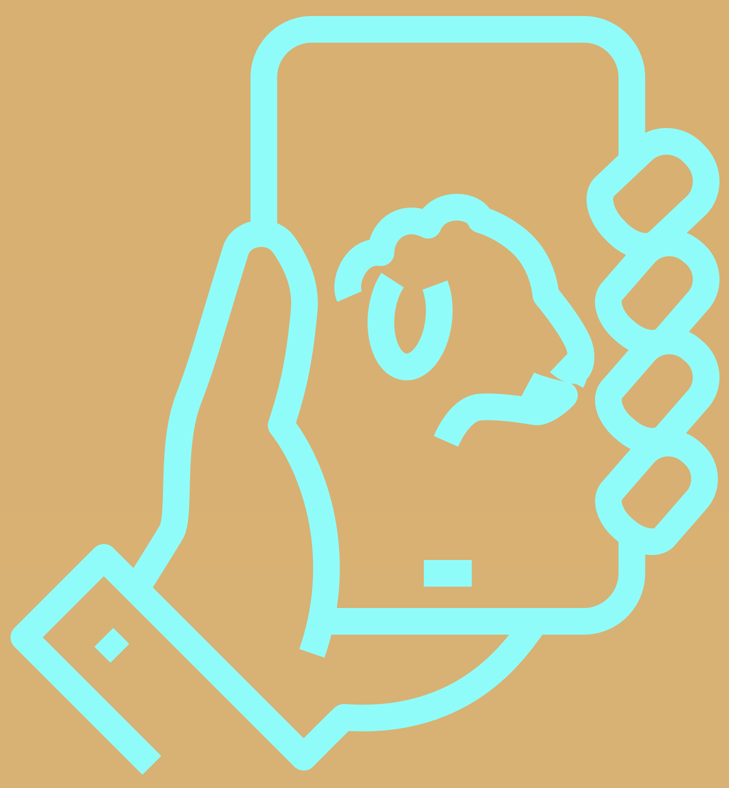




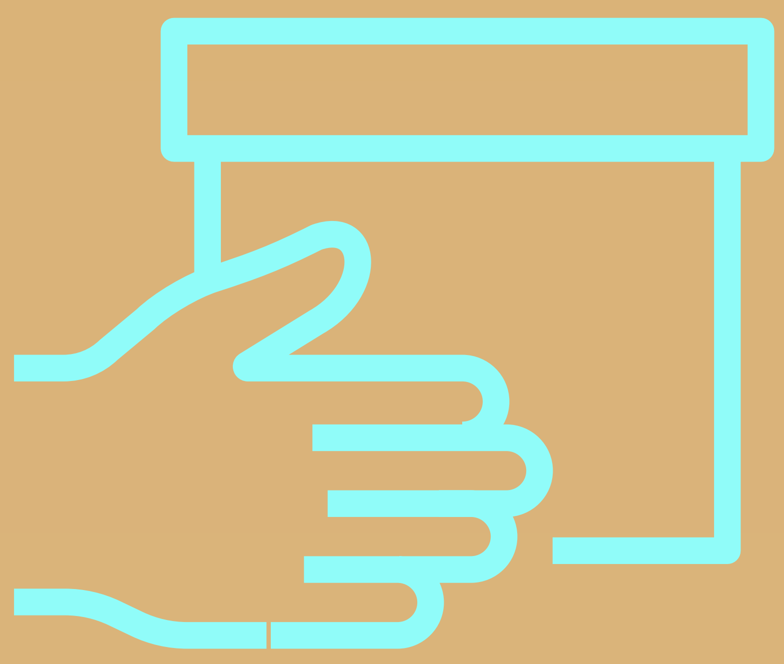
# পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ

বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত হাজীদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হাজীরা সাধারণত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে তাদের পক্ষ থেকে পশু জবাইয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন।

সুতরাং হাজী যদি কাউকে পশু জবাইয়ের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তবে কুরবানীর দিন তিনি পশু জবাই করেছেন মনে করা হবে।

এটা হাজীদের স্টেশনগুলোতে বিদ্যমান পেপার কিংবা ইলেকট্রনিক ভাউচার ক্রয়ের মাধ্যমে হতে পারে। অথবা ইলেকট্রনিক সার্ভিস কিংবা নিজস্ব কাফেলা বা মিশনের মাধ্যমেও হতে পারে।



এই পদ্ধতি হাজীর জন্য সহজ। অপরদিকে অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে মাংস পৌঁছানোও সম্ভব।

তবে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা লাইসেন্সবিহীন কোম্পানীর সঙ্গে পশু কুরবানীর চুক্তি করতে যাবেন না। এতে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

পশু জবাইয়ের প্রতিনিধি নিয়োগ ও অনলাইনে পশুর ভাউচার কিনতে



এখানে ক্লিক করুন



# মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটা

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে পুরুষ হাজী মাথা মুণ্ডাবেন কিংবা চুল ছোট করবেন।

মহিলাগণ মাথার চুল একত্র করে অগ্রভাগ থেকে প্রায় ২ সে.মি. পরিমাণ কেটে ফেলবেন।

এটা করা হয় আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ।

কারণ হাজী হচ্ছেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। আল্লাহ তাকে ইহরামের সময় চুল কাটতে নিষেধ করাতে তিনি তখন চুল কাটেননি। আবার যখন চুল কাটার নির্দেশ দিয়েছেন তখন চুল কাটছেন।





# চুল কাটার

## স্থান

মক্কাতে চুল কাটার জন্য অসংখ্য সেলুন ও স্টল রয়েছে। জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীগণ তাদের সামনেই পেয়ে যাবেন।



# স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে চুল কাটার পরামর্শ

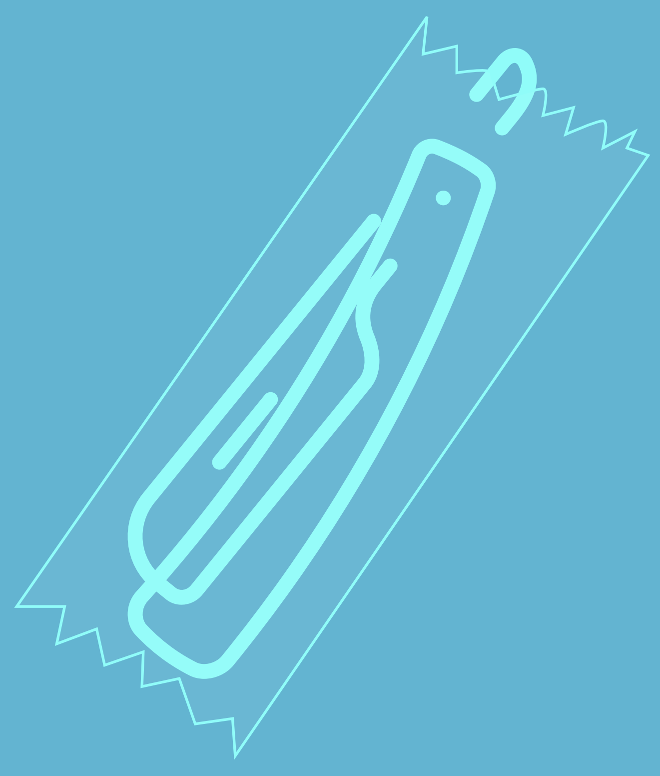


অনুমোদিত ক্ষৌরকার নির্বাচন করুন। রাস্তাঘাট ও ফুটপাতের নাপিত থেকে দূরে থাকুন। নিজেকে সংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে ফেলবেন না।

## চুল কাটার সময় লক্ষ রাখুন:



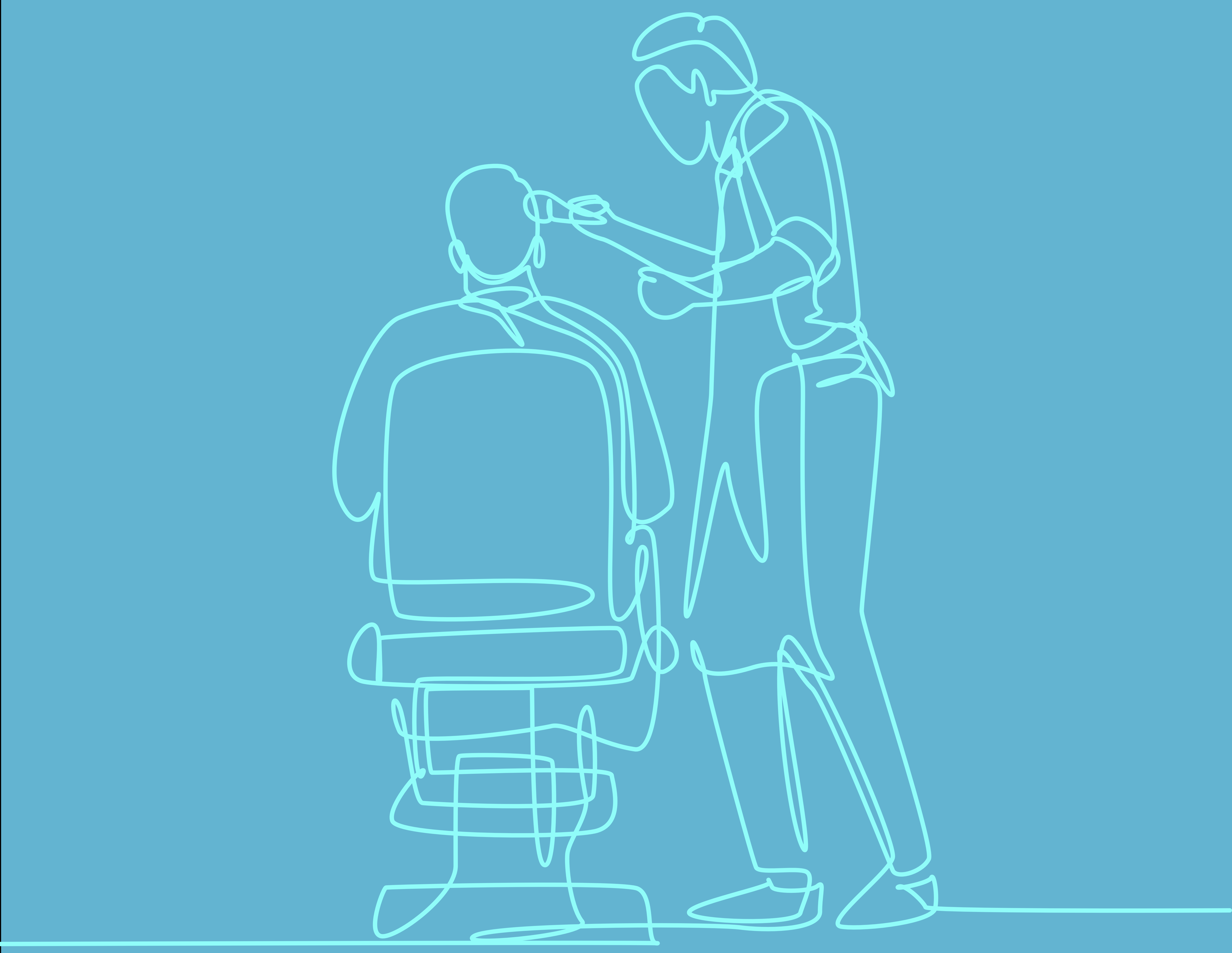
সে প্লাস্টিকের হাতল বিশিষ্ট ক্ষুর (রেজার) ব্যবহার করছে কি না যেগুলো মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য।



আগের হাজীর ব্যবহৃত বস্তুগুলো সরিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করছে কি না।



আপনাকে সেবাদানের পূর্বে হাত পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়েছে কি না।



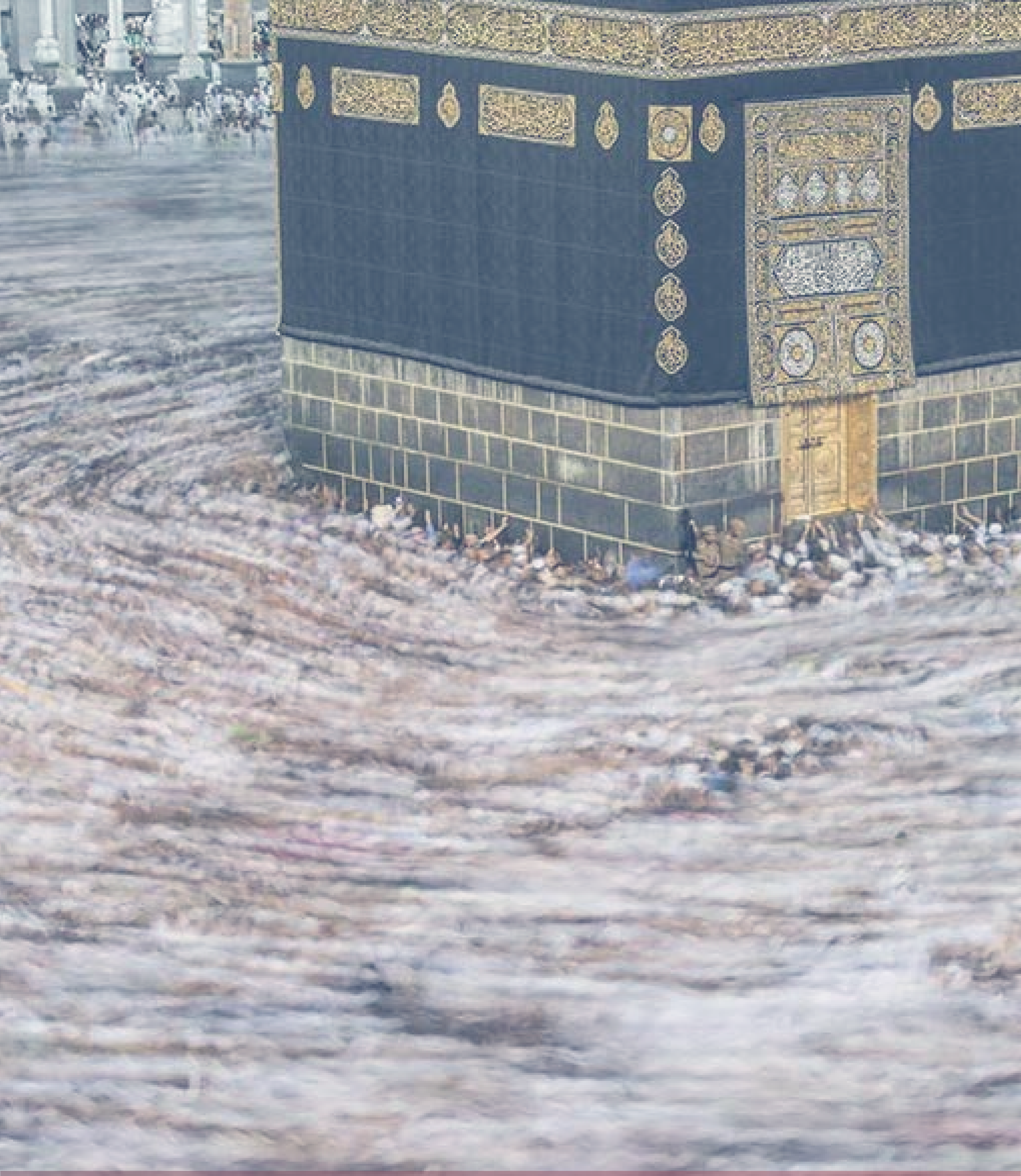


# ইহরাম থেকে হালাল হওয়া

মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল কাটার মাধ্যমে হাজী প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ থাকা সকল কাজ তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। তবে স্ত্রী সহবাস তখনও বৈধ হবে না।



পাথর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানোর পরে হাজী চাইলে গোসল করে ঈদের জামা পরিধান করতে পারেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।



অতঃপর যদি তিনি তাওয়াফে ইফাজা' সম্পন্ন করেন তবে ইহরাম থেকে পরিপূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন। এসময় থেকে তার জন্য সবকিছু বৈধ হবে।



ঈদের দিন গোসল করতে গিয়ে গোসলখানায় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফেলে আসবেন না। সেগুলো কোনো নিরাপদ স্থানে রাখুন কিংবা গোসলখানা পরিত্যাগের পূর্বে সঙ্গে নিয়ে নিন।



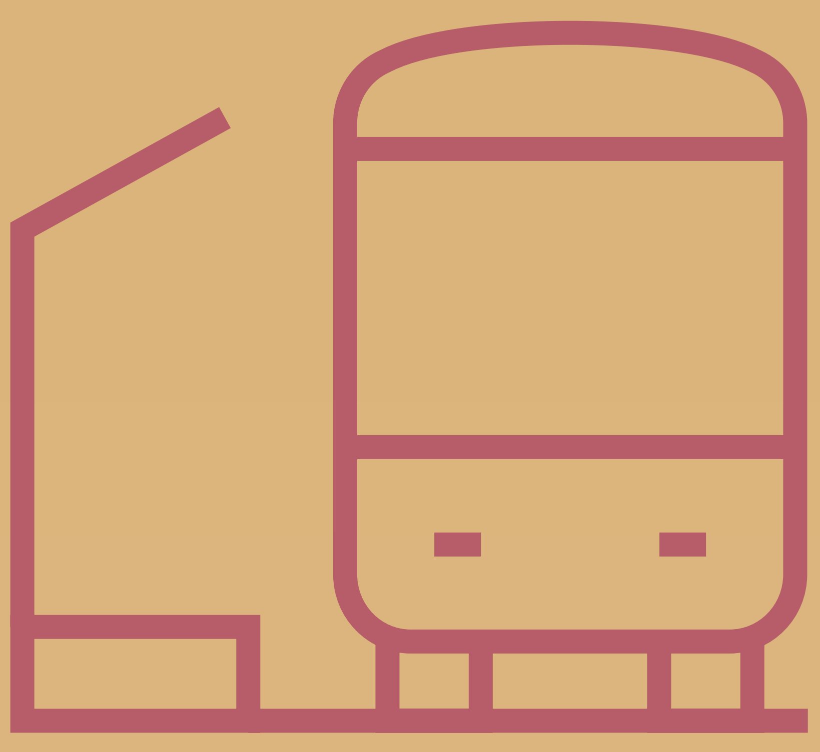
# হারামে যাওয়ার আগে

## গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

হাজীর কর্তব্য হলো কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করার পরেই কেবল তাওয়াফ করতে যাওয়া। একইভাবে মিনায় নিজেদের তাঁবুর অবস্থান ভালো করে জেনে যাওয়া।



সতর্কতা: 'মাশায়ের ট্রেন' হারাম পর্যন্ত পৌঁছে না। তবে কিছু কিছু কাফেলা হারাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করে থাকে।



বাস স্টপেজ এবং উমরা শেষ করার পরে কোথায় একত্র হবেন সেটা ভালো করে মনে রাখুন।

হারামের চত্বরে পৌঁছা মাত্রই আপনি দরজার সামনে বিভিন্ন ফলক দেখতে পাবেন যাতে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ কিংবা বের হওয়া সংক্রান্ত তথ্য বিদ্যমান।





বর্তমান সময়ে হারামের সবগুলো ফ্লোরেই তাওয়াফ করা যায়। ফলে তাওয়াফ কেবল কাবার আঙিনায় সীমাবদ্ধ নয়।



# চলন্ত সিঁড়ি



হারামে চলা-ফেরা, ওপরে ওঠা ও নিচে নামার জন্য আপনাকে চলন্ত সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন:

1



ক্লান্ত হলেও সিঁড়ির ওপর বসবেন না।

2



শক্ত হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকুন। হাত দ্বারা বেল্ট ধরে রাখুন।

3



মহিলাগণ নিজেদের হিজাব, ওড়না এসব বস্তুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যাতে সিঁড়ির গোড়ায় পেঁচিয়ে না যায়।

4



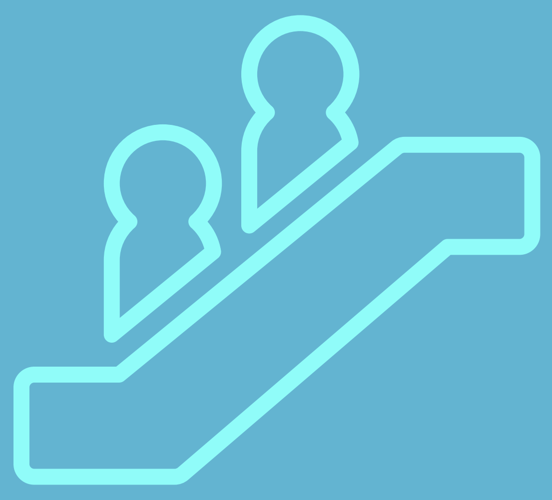
সিঁড়ি অপর প্রান্তে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা শুরু করুন। না হয় পেছনের লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে।

## 5



অভিজ্ঞ লোক ছাড়া সিঁড়িতে হুইল চেয়ার উঠাবেন না।

## 6



যদি আপনার সঙ্গে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা সিঁড়িতে চড়তে অনভিজ্ঞ লোক থাকে তবে সিঁড়িতে ওঠার সময় তার পাশে থাকুন। তার হাত ধরে রাখুন। যাতে তিনি পড়ে না যান।

## 7



যদি সিঁড়িতে ওঠা বা নামার ক্ষেত্রে ভিড় সৃষ্টি হয় তবে সেখানে ঢুকে ধাক্কাধাক্কি করবেন না, হাজীদেরকে কষ্ট দিবেন না। বরং আপনার মুসলিম ভাইদেরকে সুযোগ দিন।

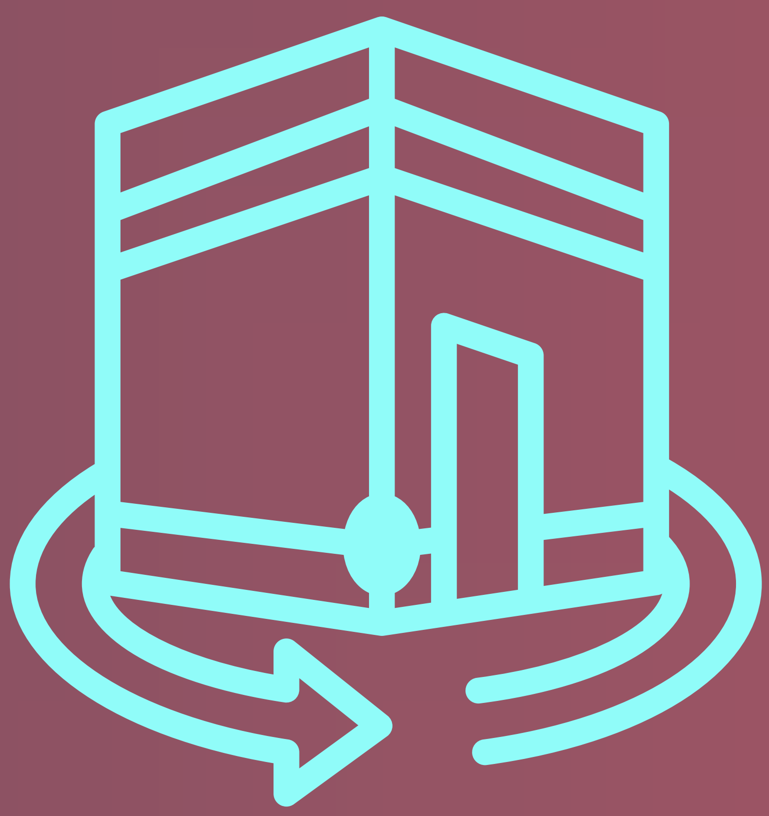
## 8



সিঁড়ির নিচে বিদ্যমান ব্রাশের ওপর পা রাখবেন না। এতে আপনি আহত হবেন। সিঁড়ির পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হবে।



# তাওয়াফে ইফাজা



এটা হজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন। একে ‘তাওয়াফ যিয়ারা’ ও ‘তওয়াফে হজ’ও বলা হয়।

এটা মূলত কাবার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের’।

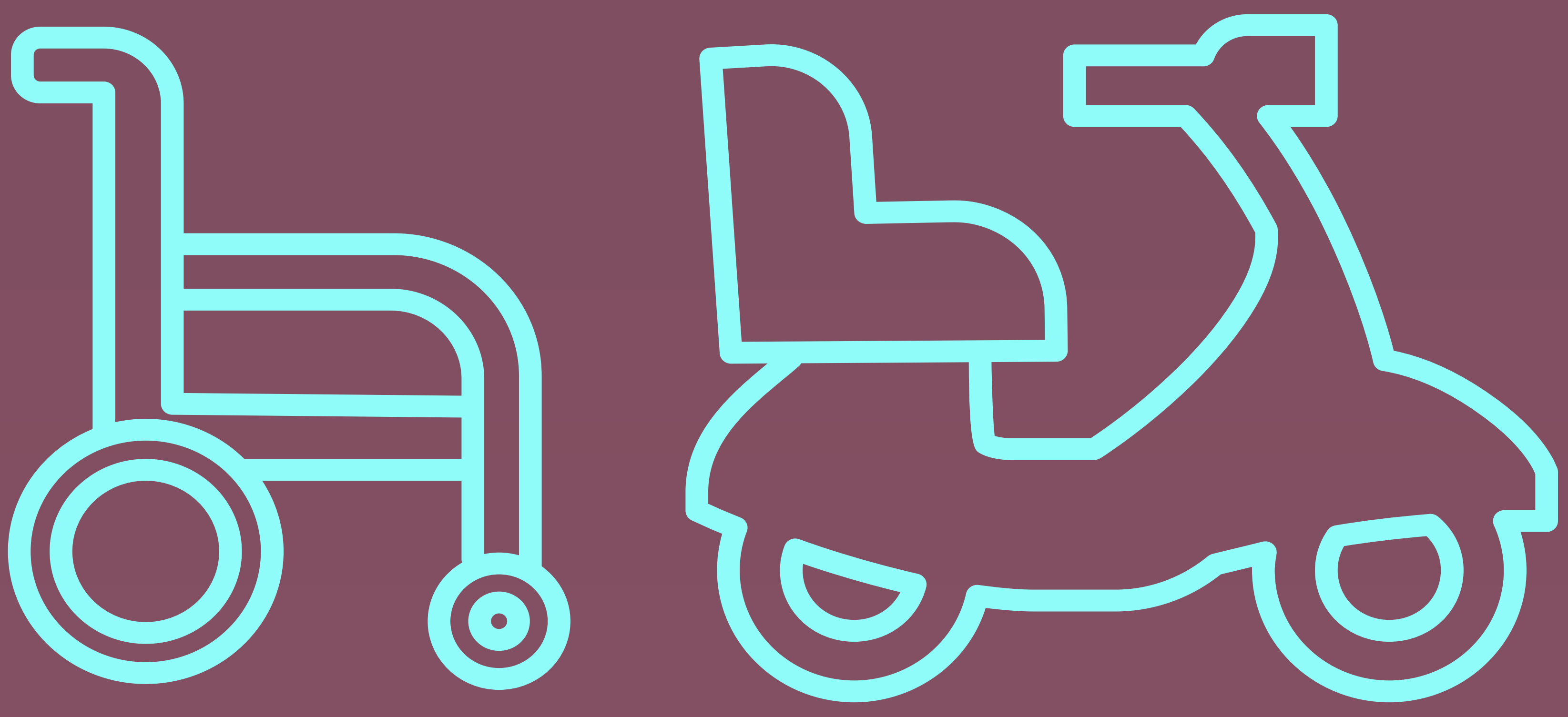


## তাওয়াফ ইফাজা শুরুর সময়:

মুযদালিফা থেকে যিনি আগে চলে আসবেন তিনি যুলহজ্জের দশম তারিখ তথা ঈদের অর্ধরাতে এই তাওয়াফে সম্পন্ন করতে পারেন।

### তাওয়াফে ইফাজার শেষ সময়:

তাওয়াফে ইফাজা যুলহজ্জ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত করা যায়। তবে হাজ্জীর কর্তব্য হলো নিজ কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে ঈদের দিন কিংবা ঈদের পরবর্তী দিনগুলোতে তাওয়াফে ইফাজা সম্পন্ন করা।



## হুইল চেয়ারে তাওয়াফ করা:

হারামে মক্কীর মাঝে অসংখ্য বৈদ্যুতিক ও সাধারণ হুইল চেয়ার রয়েছে। মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে একাধিক স্থান থেকে এগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে।

হুইল চেয়ারের লোকেশন এবং পাশাপাশি এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন ‘সচেতনমূলক উমরা নির্দেশিকা’।




ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন




# হজের সাঈ



হাজ্জী সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়াবেন।

সাফা থেকে প্রথমে মারওয়াতে যাবেন। মারওয়াতে পৌঁছে গেলে একবার সম্পন্ন হবে। সেখান থেকে সাফা ফিরে এলে দুই বার সম্পন্ন হবে। এমন করে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সাত বার সম্পন্ন হবে।

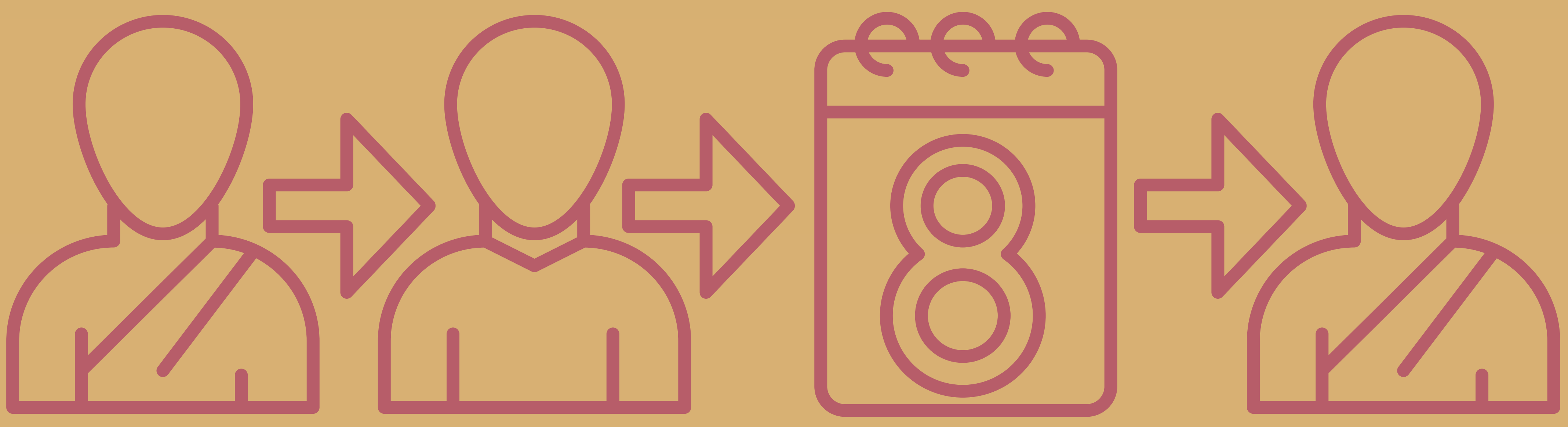
প্রত্যেক বার দৌড়ানোর আগে কিবলার দিকে ফিরে দুআ করা উচিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা করতে গিয়ে যেন অন্যদের পথ বন্ধ না করা হয়।



# তাওয়াফে ইফাজার পরে কার জন্য সাঈ আবশ্যক?

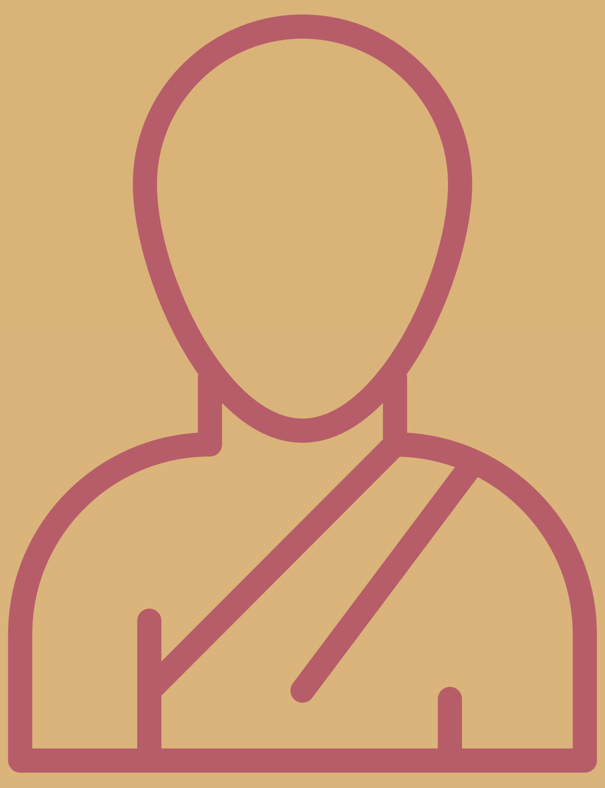


হজে কেবল একটি সাঈ করতে হয়। তবে অবস্থাভেদে হাজীদের সাঈও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে:



1

যিনি হজ্জে তামাত্তু’ করবেন তিনি প্রথমে উমরা করেন। অতঃপর হালাল হয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। তাকে তওয়াফে ইফাজার পরে পুনরায় সাঈ করতে হবে। কারণ তার প্রথম সাঈটি ছিল উমরার জন্য।



2

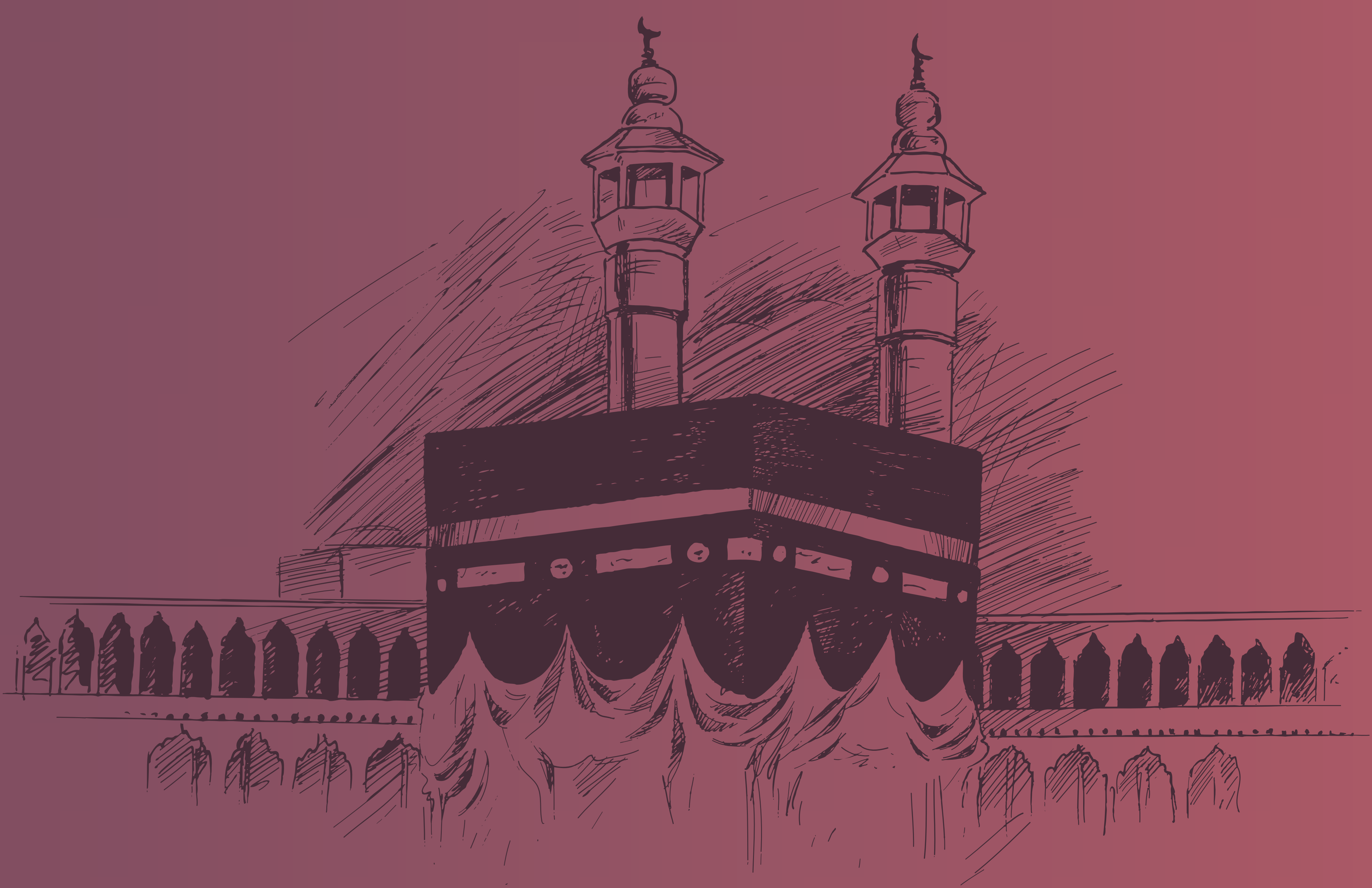
যিনি হজ্জে ‘কারেন’ তথা একসঙ্গে হজ্জ ও উমরা দু’টোই করবেন অথবা যিনি শুধু হজ্জ করবেন, তাদের দুই অবস্থা:

যদি মক্কায় আসা মাত্রই তাওয়াফ ও সাঈ করেন তবে সেটা হজ্জের সাঈ গণ্য হবে এবং দ্বিতীয়বার সাঈ করতে হবে না।

আর যদি পূর্বে সাঈ না করে থাকেন, তবে তাওয়াফে ইফাজার পরে তিনি সাঈ করবেন।

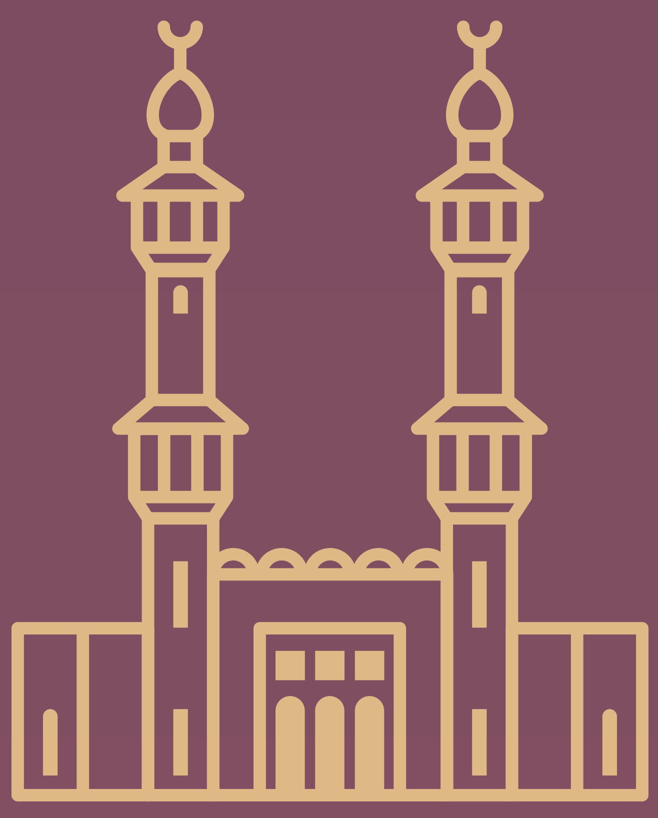
# হারামে আগতদের জন্য সতর্কবার্তা





মসজিদে হারাম আপনার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠতম স্থান। তবে এখানের গেট ও মিনারগুলো দেখতে আপনার কাছে একরকম মনে হতে পারে। গুলিয়ে ফেলতে পারেন। তাই হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

## 1



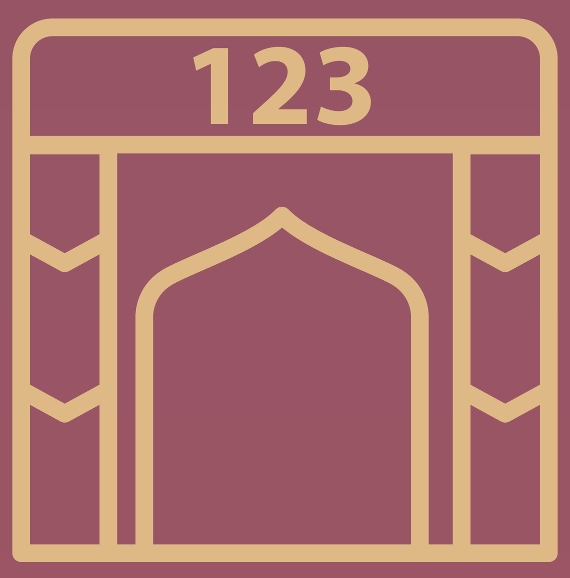
আপনি হারামের যেখান এসে নামবেন আবার যেখান থেকে ফিরবেন সেটার নাম লিখে নিন (প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করুন)।

## 2



গুগল কিংবা এ জাতীয় জিপিএস সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে আপনার মোবাইলে লোকেশন সেভ করে রাখুন।

## 3




যে গেট দিয়ে হারামে প্রবেশ করেছেন সেটার নম্বর মনে রাখুন।

## 4

কাফেলা কিংবা ন্যূনতম কাফেলার কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে থাকুন।

## 5

আপনার কাফেলার দায়িত্বশীল কিংবা কয়েকজন সঙ্গীর মোবাইল নম্বর সঙ্গে রাখুন। যাতে আল্লাহ না করুন হারিয়ে গেলে কিংবা যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন।

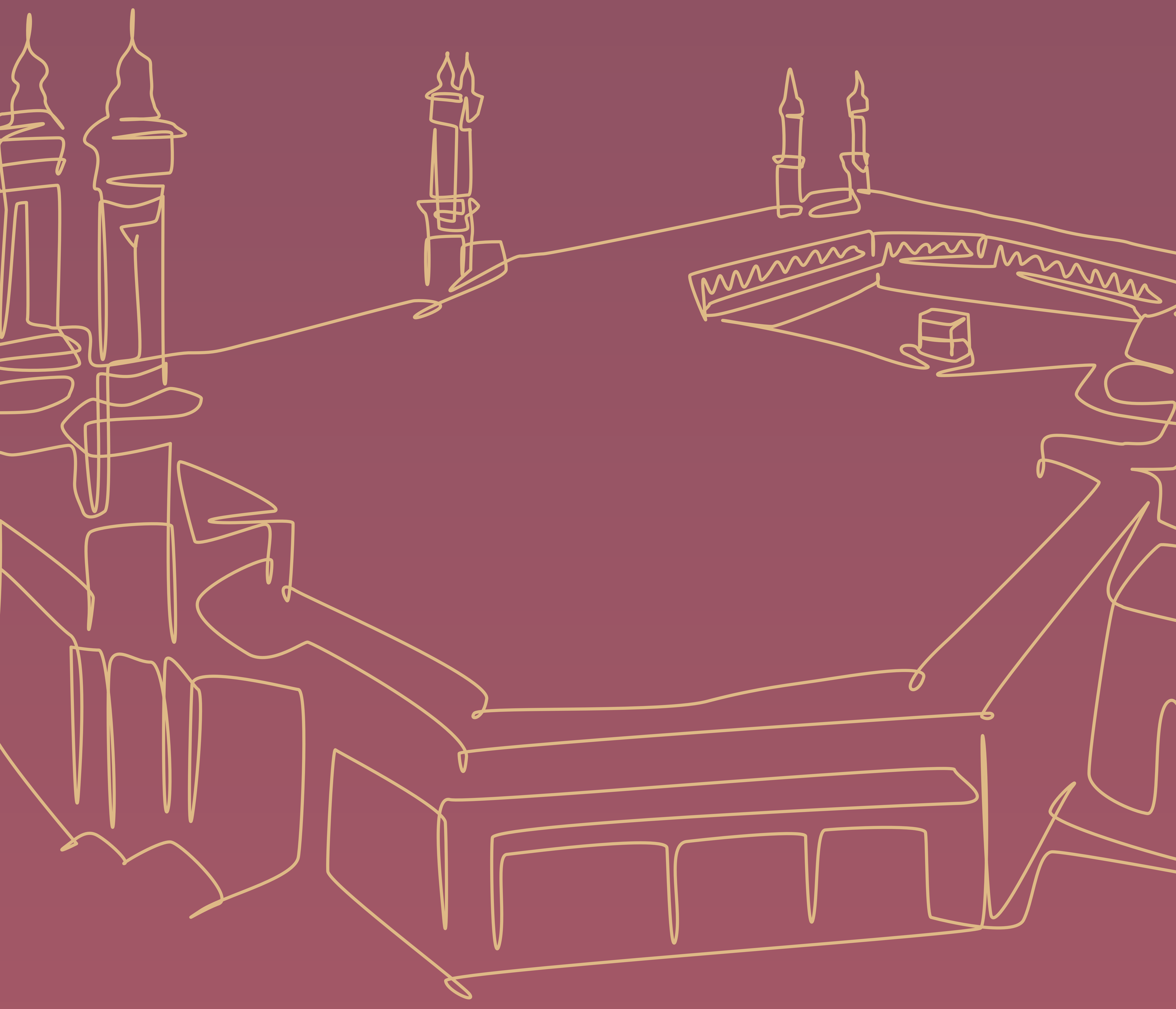
## 6

যদি কোথাও ভিড় বা ঠেলাঠেলির সম্মুখীন হন তখন শান্ত ও সুস্থির থাকুন। আল্লাহর ঘরের মেহমানদের প্রতি ধৈর্য, হাসি ও বিনম্রতা প্রদর্শন পুণ্য মনে করুন।

## 7



একান্ত বাধ্য হলে নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তা চাইতে দ্বিধা করবেন না।





# পরিচর্যা কেন্দ্র

যেসব কেন্দ্র একাধিক ভাষায় হাজ্জী ও উমরাকারীদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যাপক পরিসেবা এবং বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে।

## প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- সাধারণ হজ্জ ও উমরা সেবা
- অভিযোগ এবং রিপোর্ট সেবা
- দিক-নির্দেশনা সেবা
- অনুসন্ধান সেবা
- স্মার্ট কার্ড সেবা

এসব কেন্দ্রে ১০ টি ভাষায় সেবা প্রদান করা হয়: চীনা- উর্দু- ইংরেজি- তুর্কি- উজবেকি- ইন্দোনেশিয়ান-মালাউই-হাউসা-আরবি-ফারসি।

যোগাযোগ নম্বর:

৯২০০০২৮১৪

পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা ও লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন

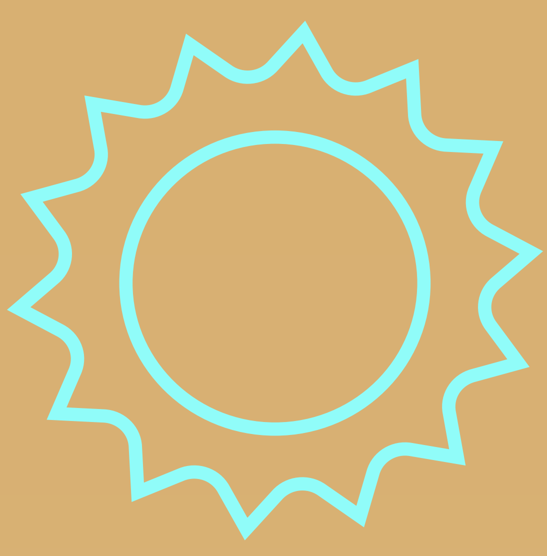


# পরামর্শ ও সতর্কতা

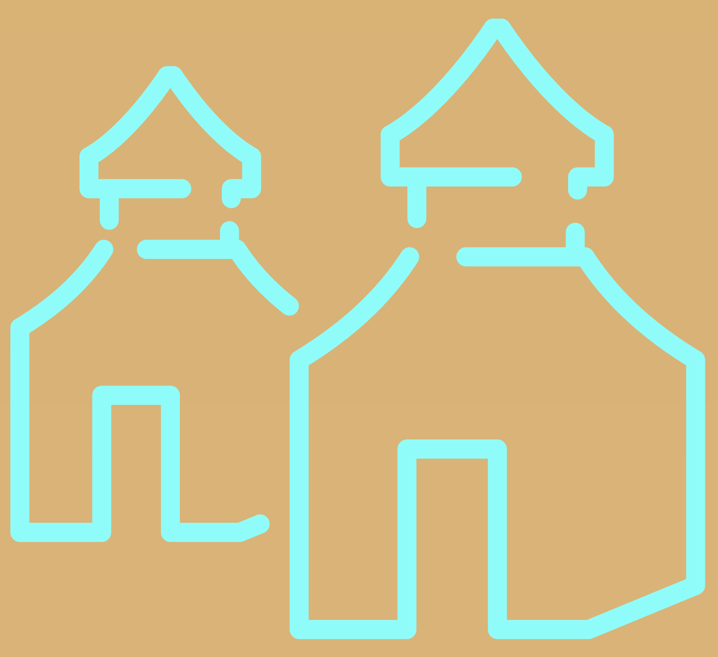
রমী (পাথর নিক্ষেপ), তাওয়াফ ও সাঈর মতো ইবাদতগুলোতে হাজ্জীর প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম ব্যয় করতে হয়। এজন্য তার কর্তব্য হলো:



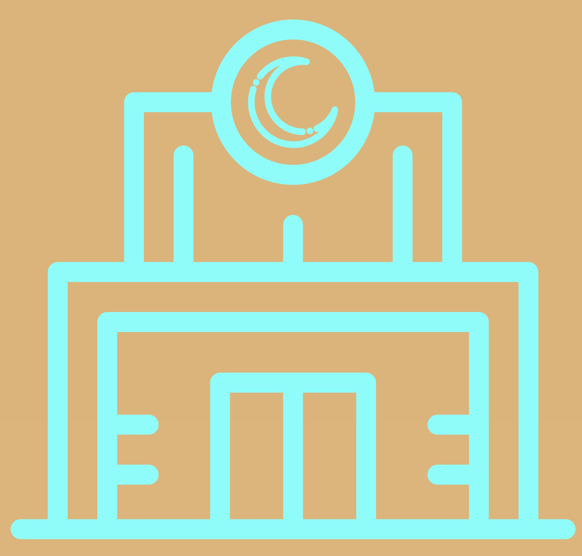
তরল জিনিস পান  করা



সরাসরি রোদে না
যাওয়া।



ক্লান্তি অনুভব হলে
বিশ্রাম নেয়া।



নিশ্চিন্ত থাকুন! মিনা এবং মক্কায় প্রচুর সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্ররয়েছেযারাআল্লাহরঘরেরমেহমানদের সেবা এবং তাদের যথাযথ যত্নের জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে।



স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন।

# সাধারণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া



বাইতুল্লাহকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সেটার প্রতি সবিশেষ যত্নবান হওয়া  এটি আল্লাহর নবী ইবরাহীমের প্রতি এবং তাঁর পরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

অতএব, হজযাত্রীকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে:

- খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা।
- ইহরামের কাপড় ফেলা।
- রাস্তাঘাটে চুল কাটা।



সবসময় এবং বিশেষত ঈদের দিন তাঁবু ছেড়ে কোথাও যাবেন না। একান্ত প্রয়োজন হলে দায়িত্বশীলের অনুমতি নিয়ে যান।

## মক্কা যাওয়ার সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সঙ্গে নিতে ভুলবেন না:

- চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংক
- ব্যক্তিগত ঔষধপত্র
- হাঁপানির ইনহেলার
- সামান্য কিছু সৌদি রিয়াল
- চামড়া ছিলে যাওয়ার প্রতিষেধক ক্রিম
- দীর্ঘ হাঁটার উপযোগী আরামদায়ক জুতো
- ছাতা
- ব্যক্তিগত ব্রিফকেস বা ছোট ব্যাগ
- ট্রেনে চড়ার ব্রেসলেট
- পরিচয়পত্র
- খাবার পানি

# গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ

**911**

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

**937**

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

**920002814**

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

**1966**

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।




কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

# আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH